দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা সাতষট্টি

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অন্তর্দৃষ্টি: ইসলাম, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এবং পূর্ববায়ুর দিন

Jeff Pippenger

2024-01-31

তৃতীয় হায়ের ইসলাম ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে প্রবেশ করেছিল, এবং তা সঙ্গে সঙ্গেই রোধ করা হয়েছিল। সেই সময় শেষ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল, কিন্তু তা ছিল "পরিমিতি"।

> পরিমাপে, যখন তা প্রস্ফুটিত হয়, তুমি তার সঙ্গে বিবাদ করিবে; পূর্ববায়ুর দিনে তিনি তাঁর কঠোর বায়ু থামিয়ে রাখেন। অতএব এর দ্বারাই যাকোবের অধর্ম পরিশুদ্ধ হবে; এবং তার পাপ দূর করার সমুদয় ফল এই যে, যখন সে বেদীর সমস্ত পাথরকে সেই চূর্ণ করা চুনাপাথরের ন্যায় করে, তখন উপবন ও মূর্তিগুলি আর দাঁড়াবে না। তবু দুর্গবদ্ধ নগর জনশূন্য হবে, আর বাসস্থান পরিত্যক্ত হবে, এবং মরুভূমির মতো ফেলে রাখা হবে: সেখানে বাছুর চরবে, এবং সেখানে সে শুয়ে থাকবে, এবং তার শাখাপ্রশাখা খেয়ে ফেলবে। তার ডালপালা যখন শুকিয়ে যাবে, তখন সেগুলি ভেঙে ফেলা হবে: নারীরা এসে সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেবে: কারণ তারা বোধশূন্য এক জাতি: সুতরাং যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের প্রতি দয়া করবেন না, এবং যিনি তাদের গঠন করেছেন তিনি তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ দেখাবেন না। আর সেই দিনে এমন হবে যে, প্রভু নদীর খাত থেকে মিশরের স্রোত পর্যন্ত ঝেড়ে নেবেন, আর হে ইস্রায়েলের সন্তানরা, তোমাদের একে একে জড়ো করা হবে। আর সেই দিনে এমন হবে যে, মহা তূর্য ধ্বনিত হবে, এবং যারা আসিরিয়া দেশে বিনষ্ট হতে বসেছিল তারা আসবে, এবং যারা মিশর দেশে চ্যুত হয়ে ছিল তারাও, এবং তারা যিরূশালেমে পবিত্র পর্বতে প্রভুর উপাসনা করবে। ইশাইয়া ২৭:৬-১৩।

“পূর্বীয় বাতাসের দিন” অন্তিম বৃষ্টির আগমনকে শনাক্ত করে, এবং তৃতীয় ‘হায়’-এর ইসলামের আগমনকেও। এটি সেই ইতিহাসের সূচনাকেও চিহ্নিত করে, যেখানে ‘যাকোবের অধর্ম পরিশোধিত হয়’। পূর্বীয় বাতাসের দিনটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এসে উপস্থিত হয়, এবং তখনই জীবিতদের বিচার আরম্ভ হয়। জীবিতদের বিচার তৃতীয় স্বর্গদূতের সমাপনী কাজ, এবং সেখানেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পাপ অপসারণ শুরু হয়। যিশাইয় যখন লিখেছিলেন, “এই দ্বারা”, তিনি সেটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

"By this" কথাটির আগে যে শব্দগুলি আছে, সেগুলো হলো: "পরিমাপে, যখন এটি অঙ্কুরিত হয়, তুমি তার সঙ্গে তর্ক করবে: সে পূর্ব বাতাসের দিনে তার প্রচণ্ড বাতাস সংবরণ করে।" "By this" দ্বারা সেই নির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক সত্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা যাদের যাকোব হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে পাপকে পরিশুদ্ধ করে। সেই সত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘটনাটি (৯/১১), যা পরবর্তী বৃষ্টির আগমনকে নির্দেশ করে। সেই সত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে পরবর্তী বৃষ্টিকে "একটি বার্তা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা; এবং সেই "বার্তা" হলো ইসলাম। এতে এই সত্যটিও অন্তর্ভুক্ত যে "পূর্বের বাতাস" তৃতীয় "হায়"–এর ইসলামকে নির্দেশ করে, এবং এতে ইসলামের পরবর্তী সংবরণ (stayeth)–এর ভাববাণীমূলক বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ভুক্ত।

পরীক্ষা নিজেই "বিতর্ক" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল। জেরেমিয়া, যখন প্রথম হতাশার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তখন তাকে ঈশ্বরের কাছে "ফিরে" যেতে এবং মূল্যবানকে নিকৃষ্ট থেকে পৃথক করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষার বার্তার "ফল" দুই শ্রেণির উপাসক সৃষ্টি করে।

মূর্খের বিচার এভাবে চিত্রিত হয়েছে: “যখন সে বেদীর সমস্ত পাথরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ চুনাপাথরের টুকরোর মতো করে, উপবন ও মূর্তিগুলি আর দাঁড়াতে পারবে না।” ইশাইয়াহ অধ্যায় আটাশ ও ঊনত্রিশে যারা সবকিছু ওলটপালট করে তাদের বিরুদ্ধে যে ঘোষণাটি আছে, তারই প্রতি তিনি ইঙ্গিত করছেন। তারা সেই লোক, যারা মোহরবদ্ধ পুস্তকটি বুঝতে পারে না। দুষ্টদের কর্ম (ফল) কুমারের কাদামাটির ন্যায় গণ্য হবে।

> অতএব, দেখ, আমি এই জাতির মধ্যে এক আশ্চর্য কাজ করব—হ্যাঁ, এক আশ্চর্য কাজ ও বিস্ময়; কারণ তাদের জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট হবে, আর তাদের বিবেচকদের বোধ লুকিয়ে যাবে। হায় তাদের জন্য যারা প্রভুর কাছ থেকে তাদের পরামর্শ গভীরভাবে লুকাতে চায়, আর যাদের কাজ অন্ধকারে হয়; তারা বলে, কে আমাদের দেখে? আর কে আমাদের জানে? নিশ্চয়ই তোমাদের এই উল্টোপাল্টে করা বিষয় কুমারের মাটির মতো গণ্য হবে; কারণ নির্মিত বস্তু কি তার নির্মাতার সম্বন্ধে বলবে, তিনি আমাকে বানাননি? অথবা গঠিত বস্তু কি তার গঠনকারীর সম্বন্ধে বলবে, তার কোনো বুদ্ধি ছিল না? যিশাইয় ২৯:১৪-১৬।

দুষ্টদের কাজ কুমারের মাটির মতো হবে, আর সাতাশতম অধ্যায়ে তাদের কাজ অনুরূপভাবে চিত্রিত হয়েছে—যেন চূর্ণবিচূর্ণ করা চুনাপাথর। খড়ি কিংবা কুমারের মাটি সহজেই গুঁড়ো করে ফেলা যায়; আর "চূর্ণিত চুনাপাথরের ন্যায় বেদীর সমস্ত পাথর করা" এবং "বনানী ও মূর্তি" ভেঙে ফেলা, যাতে তারা "টিকে থাকবে না,"—এই কাজগুলিই রাজা যোশিয়ার সংস্কারে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে। চূড়ান্ত জাগরণ ও সংস্কারে, যা যোশিয়ার সংস্কার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, অ্যাডভেন্টিস্ট সংগঠনের কর্পোরেট কাঠামো উজাড় হয়ে যাবে, কারণ "দুর্গবদ্ধ নগর উজাড় হবে, বাসস্থান পরিত্যক্ত হবে, এবং মরুভূমির মতো ফেলে রাখা হবে।" তাদের সমস্ত কাজ—অর্থাৎ সারা বিশ্ব জুড়ে থাকা হাজার হাজার গির্জা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ও দাপ্তরিক ভবন—ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মূল্যহীন গুঁড়োয় চূর্ণ হয়ে যাবে।

সদস্যসমাজও বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, কারণ সেই "বোধহীন লোকেরা" হবে "শুকিয়ে যাওয়া" "শাখাগুলি", যেগুলো "ভেঙে ফেলা হবে" "এবং আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে," কারণ "যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের প্রতি দয়া করবেন না, এবং যিনি তাদের গড়েছেন তিনি তাদের কোনো অনুগ্রহ দেখাবেন না।"

পরীক্ষার বার্তার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া পৃথকীকরণ যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর ঈশ্বরের অন্য পালকে বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করবে; কারণ সেই দিনে "এটা ঘটবে" "যে মহা তূর্য বাজানো হবে, আর যারা অশূরের দেশে বিনাশের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং মিসরের দেশে বিতাড়িতেরা, তারা এসে যিরূশালেমে পবিত্র পর্বতে প্রভুকে উপাসনা করবে।"

আমরা যে অংশটি বিবেচনা করছি (ইশাইয়া সাতাশ, আট থেকে তেরো পদ), সেটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে চিহ্নিত করে এবং যাঁরা শেষোবধি ঈশ্বরের অন্য পালকে বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে ডাকবেন, তাঁদের পরীক্ষা ও শুদ্ধিকরণকে চিত্রিত করে। একই অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পদগুলো সেই ইতিহাস চলাকালীন গাওয়া হবে এমন

একটি গানকে চিহ্নিত করে।

> সেই দিনে তোমরা তার উদ্দেশে গান করো, 'লাল মদের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্রের।' আমি, প্রভু, তাকে রক্ষা করি; আমি তাকে প্রতি মুহূর্তে সেচ দেব; কেউ যেন তাকে ক্ষতি না করে, সে জন্য আমি দিনরাত তাকে পাহারা দেব। রোষ আমার মধ্যে নেই; কে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাঁটা ও কাঁটাঝোপ সাজিয়ে দাঁড়াবে? আমি তাদের ভেদ করে চলে যাব; আমি তাদের একসঙ্গে জ্বালিয়ে দেব। অথবা, সে আমার শক্তিকে আঁকড়ে ধরুক, যেন সে আমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে; এবং সে আমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে। তিনি যাকোবের বংশধরদের শিকড় গাঁথতে দেবেন; ইস্রায়েল ফুল ফুটাবে, কুঁড়ি ধরবে, এবং পৃথিবীর মুখ ফল দিয়ে পূর্ণ করবে। তাঁকে যাঁরা আঘাত করেছিল, তাদের যেভাবে তিনি আঘাত করেছিলেন, সেভাবে কি তিনি তাকে আঘাত করেছেন? অথবা যাদের তিনি হত্যা করেছেন, তাদের হত্যার মতো কি সে নিহত হয়েছে? ইশাইয়া ২৭:২-৭.

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গান হলো সেই গান, যা প্রথমে ঈশ্বরের জনগণকে এমন এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে, যাকে তিনি ভালোবেসে পরিচর্যা করেছেন। এরপর এটি খ্রিস্টের ধার্মিকতাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যে কারও জন্য গ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এরপর এটি পবিত্র আত্মার বর্ষণের প্রতিশ্রুতিকে চিহ্নিত করে, যা বৃষ্টির দুই পর্ব দ্বারা প্রতীকায়িত। প্রথম পর্বের বৃষ্টি কুঁড়ি ও ফুলকে জীবন দেয়, আর দ্বিতীয় পর্ব পৃথিবীকে ফলে পরিপূর্ণ করে।

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গান এমন এক গান, যা সেই সময়কালকে চিহ্নিত করে যখন ঈশ্বর পূর্বতন নির্বাচিত জাতিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন, আর নতুন এক নির্বাচিত জাতির সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করছেন। আট নম্বর পদ থেকে পরের পদগুলো কেবল অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পদগুলোর পুনরাবৃত্তি ও বিস্তার। অধ্যায়ের প্রথম পদটি সেই একই ঘটনাকেই চিহ্নিত করে, যেটিকে আট নম্বর পদে 'পূর্ববায়ুর দিন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

> সেই দিনে প্রভু তাঁর ভীষণ, মহান ও শক্তিশালী তরবারি দিয়ে ভেদকারী সর্প লেবিয়াথানকে শাস্তি দেবেন—এমনকি সেই বক্র সর্প লেবিয়াথানকেও; আর তিনি সমুদ্রে যে ড্রাগন আছে, তাকে বধ করবেন। যিশাইয় ২৭:১।

ড্রাগনটি শয়তান, কিন্তু গৌণ অর্থে তা ছিল পৌত্তলিক রোম।

> "অতএব, যদিও ড্রাগনটি মূলত শয়তানকে প্রতিনিধিত্ব করে, তবুও গৌণ অর্থে এটি পৌত্তলিক রোমের একটি প্রতীক।" The Great Controversy, 439.

মূর্তিপূজক রোমের দশ রাজা, দানিয়েলের সপ্তম অধ্যায়ে এবং প্রকাশিত বাক্যের দ্বাদশ অধ্যায়ে, শেষ কালে প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ের দশ রাজার প্রতিনিধিত্ব করে।

> "রাজাগণ, শাসকবর্গ, এবং গভর্নরগণ নিজেদের উপর খ্রিষ্টবিরোধীর চিহ্ন আরোপ করছে, এবং তাদের সেই মহা-অজগররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যে সাধুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়—তাদের বিরুদ্ধে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে।" Testimonies to Ministers, 38.

ইশাইয়ার ২৭ অধ্যায়ের প্রথম পদ ড্রাগনের বিচারের সূচনা চিহ্নিত করছে, যা "পূর্ব বায়ুর দিন"-এ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ শুরু হয়েছিল। পৃথিবীর রাজাদের এবং তাদের গ্লোবালিস্ট ব্যবসায়ী অংশীদারদের বিচার তখনই সম্পন্ন হয়, যখন "সমুদ্রসমূহ"-এর মধ্যে "পূর্ব বায়ু" দ্বারা পৃথিবীর আর্থিক কাঠামো ধ্বংস করা হয়।

> কারণ দেখো, রাজারা সমবেত হয়েছিল; তারা একসঙ্গে অতিক্রম করল। তারা তা দেখে বিস্মিত হলো; তারা বিচলিত হলো এবং ত্বরায় সরে গেল। সেখানে ভয় তাদের গ্রাস করল, এবং ব্যথা, যেন প্রসববেদনায় থাকা এক নারীর। তুমি পূর্ব বাতাসে তার্শীশের জাহাজসমূহ ভেঙে দাও। গীতসংহিতা ৪৮:৪-৭।

যিশাইয় গ্রন্থের সাতাশ অধ্যায়ের ১–৭ পদকে ৮–১৩ পদে পুনরাবৃত্তি করে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে ‘পূর্বীয় বায়ুর দিনে’ পৃথিবীর রাজারা ও বণিকেরা ভয়ের মুখোমুখি হবে, এবং সেই সময় থেকে ইতিহাস জুড়ে তাদের ভয় ক্রমশ তীব্রতর হবে। সেই ভয়ই ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে পৃথিবীর প্রগতিশীল বৈশ্বিকতাবাদীদের অযৌক্তিক ও তড়িঘড়ি পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে, কারণ তারা তাদের এজেন্ডা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশিতের তুলনায় আরও দূর ও আরও আক্রমণাত্মকভাবে ঠেলে দিচ্ছে। শয়তান ও তার প্রতিনিধিরা—অর্থাৎ পৃথিবীর রাজারা ও বণিকেরা (বৈশ্বিকতাবাদীরা)—ড্রাগনের প্রতীক হিসেবে জানে যে তাদের সময় অল্প।

> অতএব, হে স্বর্গ ও তাতে বাসকারী তোমরা, আনন্দ কর। হায় পৃথিবীর ও সমুদ্রের অধিবাসীদের! কারণ শয়তান মহা ক্রোধ নিয়ে তোমাদের কাছে নেমে এসেছে, কারণ সে জানে, তার হাতে মাত্র অল্প সময় আছে। প্রকাশিত বাক্য ১২:১২।

পূর্ব বায়ুর দিন, যা ২০০১ সালে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছিল এবং যা কেবল আরও খারাপ হয়েছে, গ্লোবালিস্ট গণমাধ্যম যতই দাবি করার চেষ্টা করুক না কেন, সেটাই সেই ইস্যু যার মুখোমুখি বিশ্ব হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে যখন ড্রাগন জানে তার সময় স্বল্প। তখন সে সমগ্র পৃথিবীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার পদক্ষেপ তীব্রতর করে, এবং সে তা করে যখন ‘হায়’ (তৃতীয় ‘হায়’) ‘পৃথিবী ও সাগরের অধিবাসীদের’ উপর নেমে আসে।

তৃতীয় দুর্ভোগ (পূর্ব বাতাস) রূপে ইসলামের আগমন, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, এমন এক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল যা গ্লোবালিস্টদেরকে সমগ্র পৃথিবীর ওপর এক বিশ্ব সরকার চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে বাধ্য করেছে। তবুও ইসলাম তার ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক হিসেবে ইসলামের সবচেয়ে গুরুতর উদ্ঘাটনটি সম্ভবত ইসলামের প্রথম উল্লেখেই পাওয়া যায়।

> আর সদাপ্রভুর দূত তাঁকে বললেন, দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়েছ, এবং এক পুত্র প্রসব করবে, আর তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে; কারণ সদাপ্রভু তোমার দুঃখকষ্ট শুনেছেন। আর সে হবে এক বন্য মানুষ; তার হাত হবে প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে, এবং প্রত্যেক মানুষের হাত তার বিরুদ্ধে; আর সে তার সমস্ত ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বাস করবে। আদিপুস্তক ১৬:১১, ১২।

ঈশ্বরের বাক্য কখনোই ব্যর্থ হয় না। ইসলাম যখন প্রসববেদনারত নারীর মতো যন্ত্রণা সৃষ্টি করে চলেছে, তখন কেউ কেউ, যারা হয়তো মেনে নেয় যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসলামকে চিহ্নিত করা হয়েছে, এখনও ঐ দুই পদের সুস্পষ্ট সত্যটি বুঝে উঠতে পারেনি। কেউ কেউ বোঝে যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র করছে ইসলামই, এবং এটি অবশ্যই সত্য। তবু পদের শেষে বাক্যাংশটিই আরও গুরুতর সত্য। বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, এবং সম্প্রতি এ বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণে আবারও কেঁপে উঠছে। কিন্তু কেউই দেখতে রাজি নয় যে যুদ্ধ ও আকস্মিক ধ্বংসের আত্মা ইশ্মায়েলের সব ভাইয়ের ‘সামনেই’ রয়েছে।

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ব্রুনাই ও বাহরাইনের মতো ইসলামি দেশগুলো আকস্মিক আক্রমণ চালালে কী ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে? ইসমাইলের আত্মা

“তার সব ভাইদের” মধ্যে আছে, এবং আফগানিস্তান বা ইরাকের মতো দেশ থেকে তৃতীয় “Woe”-এর সঙ্গে এখন পর্যন্ত যে যুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে, ইসমাইলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হলে তা হবে অনেকটাই ভিন্ন। পাকিস্তানের কাছে কতটি পারমাণবিক বোমা আছে?

প্রথম ও দ্বিতীয় ইসলামি দুর্যোগে যেমন দেখা যায়, ইসলামি যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য হলো হঠাৎ, অতর্কিত আক্রমণ। সমৃদ্ধ ইসলামি দেশগুলোতে কি এত অর্থ রয়েছে যে তারা গোপনে এমন অস্ত্র সংগ্রহ বা উৎপাদন করতে পারে, যা জ্বালানিভিত্তি জেট-বিমান, গাড়িবোমা, জ্বলন্ত টায়ার, ধর্ষণ এবং ছুরির তুলনায় আরও উন্নত ও আরও প্রাণঘাতী? ঈশ্বরের বাক্য কি বিশ্বাসযোগ্য?

মিলারের স্বপ্নের সব রত্ন শেষ দিনগুলোতে পরীক্ষামূলক সত্য হয়ে ওঠে—যদি আর কিছু না-ও হয়, অন্তত এই বাস্তবতায় যে সেই সত্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী চিহ্নিত করে যে সেগুলো পুনরুদ্ধার হবে। কিন্তু সেই রত্নগুলোর কিছু, যেমন স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে খ্রিস্টের কাজ এবং তৃতীয় হায়-এর ইসলাম, এমন ভবিষ্যদ্বাণী নির্দেশ করে যা কেবল একেবারে অন্তিম দিনগুলোতেই পূর্ণ হয়। একটির মাধ্যমে অতি-পবিত্র স্থানে খ্রিস্টের কাজ উপস্থাপিত হয়—এটি নিশ্চয়ই বর্তমানের একটি পরীক্ষামূলক সত্য; আর অন্যটি মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাকে চিহ্নিত করে, যা আবারও বর্তমানের একটি পরীক্ষামূলক সত্য।

মিলারাইট আন্দোলন ও ১৯৮৯ সালের সমাপ্তির সময়কে যে সূত্রটি একসূত্রে গাঁথে, এবং যা পরবর্তীতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনকে পরিচয় করিয়ে দেয়, সেটি হলো “সাত সময়কাল”, যা ছিল মিলারের প্রথম রত্ন এবং অ্যাডভেন্টবাদ পুরোনো পথ ত্যাগ করতে শুরু করলে প্রথমেই যা সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ থেকে ১৯৮৯ সালের সমাপ্তির সময় পর্যন্ত একশ ছাব্বিশ বছরই “সাত সময়কাল”-কে নির্দেশ করে। দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বারোশ ষাটের দুটি সময়কালে বিভক্ত ছিল, আর বারোশ ষাটের দশমাংশ বা ‘টাইথ’, অর্থাৎ এক-দশম, হলো একশ ছাব্বিশ। নির্মাতারা যে পাথরটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেটি এত দীর্ঘ যে এটি তিন স্বর্গদূতের প্রথম ও শেষ আন্দোলনকে সংযোগ করে। এভাবে এটি চিহ্নিত করে যে “সাত সময়কাল”-এর সত্যটি বর্তমানের একটি পরীক্ষামূলক সত্যও বটে, এবং এটি আর কেবল ভিত্তিপ্রস্তর নয়, বরং কোণের প্রধান শিলা হয়ে ওঠা সেই সত্য।

এখন আমরা দানিয়েলের বইয়ে উলাই নদীর দর্শনে প্রতিফলিত মিলেরাইট আন্দোলনে জ্ঞানের বৃদ্ধির বিবেচনা থেকে সরে এসে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনে জ্ঞানের বৃদ্ধিকে প্রতিনিধিত্বকারী হিদ্দেকেল নদীর দর্শনের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরোব।

এরপর আমরা ১৮৬৩ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত একশ ছাব্বিশ বছর জুড়ে বিস্তৃত অ্যাডভেন্টবাদের চারটি প্রজন্ম পর্যালোচনা করে শুরু করব।

আমরা সেই অধ্যয়নটি পরবর্তী নিবন্ধে শুরু করব।

> ষষ্ঠ বছরে, ষষ্ঠ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, আমি যখন আমার ঘরে বসেছিলাম এবং যিহূদার প্রবীণরা আমার সামনে বসেছিলেন, তখন সেখানে প্রভু ঈশ্বরের হাত আমার উপর নেমে এলো। তখন আমি দেখলাম, আর দেখো, আগুনের চেহারার মতো একটি রূপ; তাঁর কোমর থেকে নীচের দিকে ছিল আগুন, আর তাঁর কোমর থেকে উপরের দিকে ছিল উজ্জ্বলতার মতো, অ্যাম্বারের রঙের মতো। আর তিনি হাতের মতো একটি রূপ বাড়িয়ে দিলেন এবং আমার মাথার চুলের গোছা ধরে আমাকে ধরলেন; আর আত্মা আমাকে

পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে তুলে নিলে এবং ঈশ্বরের দর্শনে আমাকে যিরূশালেমে নিয়ে গেলে, উত্তরদিকে মুখ করা ভিতরের ফটকের প্রবেশদ্বারে, যেখানে ঈর্ষা জাগানো ঈর্ষার মূর্তির আসন ছিল। আর দেখো, সমতলে আমি যে দর্শন দেখেছিলাম, তার অনুরূপ সেখানে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষপুত্র, এখন উত্তরের দিকে তোমার চোখ তোলো। তাই আমি উত্তরের দিকে আমার চোখ তুললাম, এবং দেখলাম, বেদীর ফটকের প্রবেশপথে, উত্তরের দিকে, এই ঈর্ষার মূর্তি। তিনি আরও আমাকে বললেন, হে মানুষপুত্র, তুমি কি দেখছ তারা কী করছে? ইস্রায়েলের গৃহ এখানে যে মহা জঘন্য কাজগুলি করছে, যাতে আমি আমার পবিত্রস্থান থেকে দূরে সরে যাই? কিন্তু তুমি আবার ফিরে তাকাও, এবং তুমি আরও বড় জঘন্য কাজ দেখবে। আর তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের ফটকে নিয়ে গেলেন; আর আমি তাকিয়ে দেখলাম, দেয়ালে একটি গর্ত।

তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে মনুষ্যপুত্র, এখন দেয়ালে খুঁড়ো'; এবং আমি দেয়ালে খুঁড়ে দেখলাম—একটি দরজা। তিনি আমাকে বললেন, 'ভিতরে যাও, এবং দেখো তারা এখানে যে দুষ্ট জঘন্য কাজগুলি করে।' তাই আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম; আর দেখলাম, সব রকমের সরীসৃপ, জঘন্য জন্তু, এবং ইস্রায়েলের গৃহের সমস্ত মূর্তি—সবকিছু চারদিকে দেয়ালে অঙ্কিত। আর তাদের সামনে ইস্রায়েলের গৃহের প্রবীণদের সত্তরজন দাঁড়িয়ে ছিল, এবং তাদের মাঝখানে শাফানের পুত্র যাজানিয়া দাঁড়িয়ে ছিল; প্রত্যেকের হাতে নিজ নিজ ধূপদানী; আর ঘন ধূপের ধোঁয়া উঠছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে মনুষ্যপুত্র, তুমি কি দেখেছ ইস্রায়েলের গৃহের প্রবীণরা অন্ধকারে—নিজ নিজ চিত্রকক্ষে—কি করে? কারণ তারা বলে, প্রভু আমাদের দেখেন না; প্রভু পৃথিবী ত্যাগ করেছেন।' তিনি আবার আমাকে বললেন, 'আরও একবার ফিরে তাকাও, এবং তুমি আরও বড় জঘন্য কাজ দেখবে যা তারা করে।' তারপর তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের যেটি উত্তরদিকে ছিল সেই ফটকের প্রবেশদ্বারের কাছে নিয়ে গেলেন; আর দেখো, সেখানে কিছু নারী তাম্মূজের জন্য কাঁদছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে মনুষ্যপুত্র, তুমি কি এটি দেখেছ? আবার ফিরে তাকাও, এবং তুমি এর চেয়েও বড় জঘন্যতা দেখবে।' আর তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের অন্তঃপ্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন; আর দেখো, প্রভুর মন্দিরের দরজায়—বারান্দা ও বেদীর মাঝখানে—প্রায় পঁচিশ জন পুরুষ ছিল, যাদের পিঠ ছিল প্রভুর মন্দিরের দিকে আর তাদের মুখ পূর্বদিকে; এবং তারা পূর্বদিকে সূর্যকে উপাসনা করছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে মনুষ্যপুত্র, তুমি কি এটি দেখেছ? যিহূদার গৃহের কাছে কি এটি তুচ্ছ বিষয় যে তারা এখানে এইসব জঘন্য কাজ করছে? কারণ তারা দেশকে হিংসায় পূর্ণ করেছে, এবং আবার ফিরে এসে আমাকে ক্রোধান্বিত করতে প্ররোচিত করেছে; আর দেখো, তারা তাদের নাকে ডাল ধরে। অতএব আমিও ক্রোধে বিচার করব; আমার চোখই দেবে না, আমি করুণা করব না; এবং তারা যদিও উচ্চস্বরে আমার কানে চিৎকার করে, তবুও আমি তাদের শুনব না।' ইজেকিয়েল ৮:১-১৮।